

বাংলাদেশ : তিমির থেকে অন্ধকারে

ভজন সরকার

(১)

আমি জানি না, এ লেখার শিরোনাম আর কি হতে পারতো। এক গগন-বিদারী অন্ধকারের দিকেই অবশেষে বাংলাদেশ যাত্রা করেছে। অমিত সম্ভাবনার সব শুভ লক্ষণগুলো মিলিয়ে যেতে বসেছে রাত্রির নিকষ-কালো অন্ধকারে। হয়তো ভুল হয়েছিলো আমাদেরই-যারা পরম নির্ভরতায় আশার সলতে জ্বলতে দেখেছিলাম এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক সমস্ত পদক্ষেপে। শেঁকড় গেড়ে বসা দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ হাজারো সমস্যাসঙ্কুল বাংলাদেশে যে একটা শুদ্ধি অভিযান প্রয়োজন ছিলো- সেই মূলোটাই সামনে টেনে এনে অতিকৌশলে সামরিক উচ্চাভিলাসী একটা মহল বেসামরিক তথাকথিত কিছু ভালো মানুষের মুখোশে দেশটিকে আবারো গণতন্ত্র থেকে বহু যোজন দূরে ঠেলে দিচ্ছে। যদিও এবারের স্টাইলটা অন্যবারের চেয়ে একটু ভিন্ন।

(২)

আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে যে পথ বাতলে দেয়া হচ্ছে তাই কতটুকু গণতান্ত্রিক? সামরিক উর্দি পরা গণতন্ত্রের বাহানা কিংবা নমুনা আমরা অনেক দেখেছি। আমরা দেখেছি সামরিক বাহিনীর দেশ-উদ্ধারের অনেক কসরৎ। দুর্নীতি উচ্ছেদের নামে দুর্নীতিবাজদের জেল থেকে ধরে এনে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে বসানোর অভূতপূর্ব কাণ্ড-কারখানাও আমাদের কাছে আর নতুন কিছু নয়। আজ দেশের যে সঙ্কট তার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, রাজনীতিবিদ নয় সামরিক বাহিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষি কিছু লোকদের দ্বারাই আমাদের গণতন্ত্র বারবার ধর্ষিত হয়েছে। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করেছে এই সামরিক বাহিনীই। তাই দেশ ও জাতি তথা গণতন্ত্রের জন্য সামরিক বাহিনীর এ কান্না নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ও গণতন্ত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র মাত্র।

(৩)

আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলো ঠিক এমনি ভাবেই ম্লান হয়ে যায়। কিংবা বলা যায়, আমরা ম্লান করে দেই আমাদের প্রাপ্তিগুলোকে হাজারো লোভের প্রলোভনে। তাই তো মাথা হেট হয়ে আসে, যখন আমাদের নোবেল-বিজয়ী এত গর্ব-গৌরবকেও ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে রাস্ট্র-ক্ষমতার দৌড়ে সামিল হতে চেষ্টা করেন। বিগত বছরগুলোর অস্থিরতা আর অরাজকতা সরিয়ে যখন সুযোগ আসে সামনে এগিয়ে যাবার- প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যায় অতি উৎসাহি কিছু মানুষ নিজেদের সামনে মেলে ধরার ইতর লোভে সব কিছু এলোমেলো করে দেয়। এবারেও তার কোনোই ব্যতিক্রম নয়। সব কিছু শুধরে দেবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আস্তে আস্তে ক্ষমতা পাঁকা পোক্ত করার যে নিরব অভিযান -তা যেনো দিনের আলোর মতো ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আজ। আর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ অনেকেই সামরিক বাহিনীর এই ইতর লোভের বলী হতে চলেছেন কিনা? না, ক্ষমতা নেবার আগেই শেষ শলা-পরামর্শটা করেই সব কিছু করা হয়েছে?

(৪)

কে কবে শুনেছেন, গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ যে রাজনীতি- সেটাকে রাজনৈতিক দলের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রন করা হয়েছে ? সামরিক বাহিনী, তথাকথিত সুশীল সমাজ কিংবা অন্য কোন শক্তি চাপিয়ে দিয়েছে গঠনতন্ত্র কিংবা নৈতিক -রাজনৈতিক সংস্কৃতি সব দল-সংগঠনগুলোতে? সংস্কার- সংস্কৃতি যদি নিজের ভেতর থেকে না গড়ে ওঠে বাইরের থেকে তা কখনোই নিয়ন্ত্রন করা যায় না , সম্ভবও না । আর যারা আজ পরিবর্তনের কথা বলছেন , তারাই কতটুকু বিশুদ্ধ আর আদর্শ মানুষ ! এক উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মইনুল আদর্শের কথা বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন । অথচ পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া এক পত্রিকার মালিকানা নিয়েই তিনি যত খুনোখুনী আর রক্তপাত ঘটিয়েছেন ,তার হিসেব কষলেই তার নৈতিক দৈন্যতার চিত্রটা ফুটে উঠবে । প্রতিক্রিয়াশীল - সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পুষ্টিপোষকতার কথা না হয় বাদই দিলাম । সাংবাদিকতার প্রবাদপুরুষ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা মানিক মিয়া'র অধঃপতিত সন্তানদের মধ্যেও নিকৃষ্ট এই বক-ধার্মিক ব্যারিষ্টার আজ সামরিক বাহিনীর মুখোশে আদর্শের ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছেন । কি বিচিত্র এ দেশ সেলুকাস !

(৫)

সংস্কার প্রয়োজন , জবাবদিহিতা প্রয়োজন , মূল্যবোধ- নৈতিকতার উন্নয়ন প্রয়োজন । আর সেটা সবখানেই , শুধু রাজনীতিতে নয় । আর এই অবশ্যম্ভাবী সংস্কারসাধন সম্ভব শুধুই গণতন্ত্রের মাধ্যমে এবং এক মাত্র গণতান্ত্রিক উপায়েই । অথচ এই বেসামরিক মুখোশের আড়ালের সামরিক সরকার আজকে যা করছে - সেটা গণতন্ত্র তথা সংস্কারের ঠিক উলটো । নামান্তরে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যার ষড়যন্ত্র । তার প্রধান উদাহরণ, (১) শেখ হাসিনাকে দেশের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত,(২)খালেদা জিয়াকে দুর্নীতির দায় থেকে মুক্তি দিয়ে দেশের বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত, (৩) বিকল্প রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টির নামে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত, (৪) বেসামরিক লেবাসে একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস ইত্যাদি ।

(৬)

বাংলাদেশের মানুষ পূর্বেও অনেক তথাকথিত দেশপ্রেমিক সামরিক নেতা দেখেছে । আদর্শের নামাবলীতে ঢাকা দুর্নীতির রূপ-স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে কিছু দিনেই । এবারও সেই পথেই চলে যাচ্ছে দেশ । শুধু অপেক্ষা, আবার কবে জেগে উঠবে মানুষ গণতন্ত্রের সংগ্রামে। স্বৈরাচারের শেকড় শক্ত হবার আগেই তা উপড়ে ফেলা দরকার - এখনি-এই সময়েই ।

॥ ২২ এপ্রিল, ২০০৭ ॥ sarkerbk@yahoo.com